আলমডাঙ্গার নারী উদ্যোক্তা লামইয়া’র স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার অসাধারণ গল্প

কলেজ ক্যাম্পাসে আড্ডায় আড্ডায় বান্ধবীরা হতাশা ব্যক্ত করে বলত, “ধুর পড়ে কি হবে চাকরিই যদি না হয়?”

লামইয়া শিল্পপতির মেয়ের মত ভঙ্গি করে বলত, “যা আমি তোদের চাকরি দিয়ে দেবো।”

লামইয়া কোন শিল্পপতির মেয়ে না, সে একজন ব্যাংকারের মেয়ে। ব্যাংকে রাখা পরের টাকা হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কিভাবে টাকায় টাকা আনতে হয় তা বাবার কাছ থেকে শিখে নিয়েছিল লামইয়া। ইচ্ছে ছিল বড় ব্যবসায়ী হবে সে, বড় একটা অফিস থাকবে তার কিন্তু স্বপ্ন অঙ্কুরে থাকতেই অনার্স পড়ুয়া অবস্থায় চুয়াডাঙ্গার জোয়ার্দ্দার বাড়িতে বিয়ে হয়ে যায় তার।

বিয়ের পর কিছুদিন যেতে না যেতেই লামইয়া খেয়াল করে তার অন্তরে সুপ্ত সেই ব্যবসায়ী হওয়ার স্বপ্ন বিকোশিত হচ্ছে। সে তার ইচ্ছার কথা স্বামী-শ্বশুরকে জানায়। লামইয়া মোট ৫ হাজার টাকা নিয়ে ব্যবসায় নেমে পড়ে।

প্রথমে সে মেয়েদের থ্রী-পিচে অসাধারণ হাতের কারুকাজ দিয়ে পোষাককে মনোহারি করে তুলতে থাকে। চোখে পড়লেই তা পছন্দ হতে থাকে যে কোন মেয়ের। চেনা-জানা মহল থেকে অর্ডার পেতে থাকে প্রচুর। সুলভমূল্যে বিক্রি হতে থাকে তার থ্রী-পিচ। কয়েক মাস এভাবে চলার পর লামইয়ার হাতে অনেক টাকা আসতে থাকে।

এরপর সে একের পর এক ব্যবসার পরিসর বাড়ায়। ব্যবসায় যোগ করে দৃষ্টিনন্দন বিছানার চাদর, সিলেট ও রাঙামাটির আদিবাসীদের অসাধারণ পোষাক এবং মনিপুরি শালের বিশাল সমাহার গড়ে তোলে বাড়িতে।

এছাড়াও গ্রাহকদের চাহিদা পূরণে সরবারহ করছে গাওয়া ঘি, মেহেরপুরের ঐতিহ্যবাহী মিষ্টি সাবিত্রী, রসকদম্ব, পাহাড়িদের শক্তিময় খাবার কাজু বাদাম ও কাঠ বাদাম। তার রয়েছে অনলাইনভিত্তিক পেইজ ‘সম্পূর্ণা’। অর্ডার দিতেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই গ্রাহকের

দরজায় পৌঁছে দিচ্ছে চাহিদামত সকল পণ্য।

লামইয়া তার কলেজ বান্ধবীদের হয়ত চাকরি দিতে পারেনি কিন্তু তার ‘সম্পূর্ণা’কে ঘিরে বেশ কয়েকজন মানুষ নিরলস কাজ করছে। লামইয়া এখনও স্বপ্ন দেখে তার একটা কোম্পানী হবে, যেখানে অনেক মানুষের কর্মসংস্থান হবে ।

লামইয়া বলেন, শুরুটা ছোটই ছিল কিন্তু এখন স্বপ্নের সাথে সাথে ব্যবসাও অনেক বড় হয়েছে। আমার পণ্য এখন কুরিয়ারে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যাচ্ছে। আরও অনেক নতুন পরিকল্পনা আছে সেগুলো ক্রমান্বয়ে বাস্তবায়ন হবে ইনশাল্লাহ।

দর্শনায় কোরআন তেলওয়াত প্রতিযোগিতা ও পুরষ্কার বিতরণী

দর্শনায় কোরআন তেলওয়াত প্রতিযোতিা ও পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠান পরিবেশি হয়েছে। আল কারিম কুরআনের আলো আয়োজিত ও হাফেজ তরিকুল ইসলামের সহযোগিতায় শ্যামপুর দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

কোরআন তেলওয়াত অনুষ্ঠানে দর্শনা পৌর ও হাউলী ইউনিয়নের ১০টি মাদ্রাসার ৭০জন হাফেজ অংশ গ্রহণ করেন। এ প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন হাফেজ আব্দুর রাজ্জাক (করিমপুর মাদ্রাসা) , ২য় স্থানে হাফেজ জিহোদ আলী (রুদ্রনগর মাদ্রাসা), ও ৩য় স্থান অধিকার করেন হাফেজ আব্দুল্লাহ আল সাফি (দর্শনা ডিএস মাদ্রাসা)।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি দর্শনা নব-গঠিত থানার অফিসার্স ইনচার্জ মাহব্বুর রহমান আরো তিন জন হাফেজকে নিজ উদ্যোগে পুরষ্কার প্রদান করার প্রতিশ্রুতি দেন।

এদের মধ্যে রয়েছেন ৪র্থ হাফেজ সাকিল আনোয়ার (কেরুজ মাদ্রাসা), ৫ম হাফেজ সাব্বির হোসেন (করিম পুর মাদ্রাসা) ও ৬ষ্ঠ স্থান

অধিকার করেন হাফেজ রাজিব আহমেদ (রুদ্রনগর মাদ্রাসা)।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আওয়াল হোসেন ও সাবেক সভাপতি এবং মাইটিভি জেলা প্রতিনিধি ইকরামুল হক পিপুল।

প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন, একই নামের দুইজন হাফেজ ওমর ফারুক ও হাফেজ ওমর ফারুক। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সাব্বির আহমেদ।

সার্বিক ভাবে এ অনুষ্ঠানে সহযোগিতা করেন, গোলম কিবরিয়া, শফিকুল ইসলাম যুদ্ধ, রবি বিশ্বাস, রায়হান, সুরুজ, সালমান, লিটন ও সাব্বির।

বাড়ির আঙিনায় গড়ে উঠবে সবজি বাগান

করোনা সহিষ্ণু গ্রাম গড়ে তোলার লক্ষে প্রান্তিক জনগণের পুষ্টির যোগান নিশ্চিত কল্পে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ৯০ টি গ্রামের তিন হাজার নারী ও পুরুষ কৃষকের মাঝে উন্নতমানের বিভিন্ন সবজি বীজ বিতরণ করেছে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট- বাংলাদেশ।

করোনাকালিন অর্থনৈতিক মন্দা এবং সবজির দাম উর্দ্ধগতির ফলে প্রান্তিক মানুষজন তাদের প্রয়োজনীয় সবজির চাহিদা মেটাতে পারেনি। প্রান্তিক মানুষের সেই চাহিদার প্রতি খেয়াল রেখে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট- বাংলাদেশ বিতরণ করেছে এসব সবজির বীজ।

এর আগে উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের ত্রিশ জন করে নারী পুরুষকে এক সাথে করে বাড়ির আঙিনায় সবজি চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

উপজেলা কৃষি অফিসের উপ-সহকারি কৃষি কর্মকর্তা এসব নারী পুরুষদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

প্রশিক্ষিত নারী পুরুষদের মাঝে আনুষ্ঠানিক ভাবে সবজি বীজ বিতরণ করেন স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ।

মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদে বীজ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা কৃষি অফিসার কেএম শাহাবুদ্দিন।

তিনি বলেছেন বাড়ির অঙিনায় পতিত জমিগুলোতে সবজি চাষের ফলে পরিবারের সবজির চাহিদা মেটাতে পারবেন, তেমনি অর্থনৈতিক ভাবেও লাভবান হবেন। তাই, বিনামূল্যে পাওয়া বীজগুলোর ঠিক ভাবে বপন করে এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করবেন।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের গাংনী উপজেলার কো-অর্ডিনেটর হেলাল উদ্দিন জানান, বীজের পরিমাণ অনেক বেশি প্রদান করা হয়েছে। নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে অতিরিক্ত বীজগুলো নষ্ট না করে পাশের বাড়ির লোকজনকে দিতে হবে।

বীজগুলো ঠিক ভাবে বপণ করার জন্য নারী পুরুষ কৃষককে অনুরোধ জানান এবং এগুলোর ঠিক ব্যবহার ও পরিচর্যার দেখার জন্য ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের অনুরোধ জানান।

কুষ্টিয়ায় ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২০ এর উদ্বোধন

কুষ্টিয়ায় জেএফএ- অনূর্ধ্ব-১৪ জাতীয় মহিলা ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২০ এর উদ্বোধন করা হয়েছে।

বুধবার বিকালে কুষ্টিয়া জেলা ফুটবল এ্যাসোসিয়েশনের আয়োজনে বীব মুক্তিযোদ্ধা শেখ কামাল স্টেডিয়ামে এই খেলার উদ্বোধন করেন কুষ্টিয়া-৪ (কুমারখালী-খোকসা) আসনের সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার সেলিম আলতাফ জর্জ।

এ সময় তিনি বলেন, ফুটবল বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা, এই খেলায় পুরুষ দের পাশাপাশি এখন নারীরাও অনেক গেছে। খেলা-ধুলার মাধ্যমে এক জন প্লেয়ার তার দেশকে বিশ্বের বুকে পরিচিত করতে পারে। তাই

ছোট থেকেই আমাদের ছেলে-মেয়েকে পড়াশোনার সাথে সাথে খেলা-ধুুলায় আরও মনোযোগী করে গড়ে তুলতে হবে ।

জেলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি ও জেলা প্রশাসক মোঃ আসলাম হোসেন এর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক অনুপ কুমার নন্দী, জেলা ফুটবল এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মকবুুল হোসেন লাবলু ও নির্বাহী সদস্য খন্দকার ইকবার মাহাম্মুদ।

জেলা ক্রীড়া সংস্থার অন্যান্য সদস্যগণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনী দিনের খেলায় নড়াইল জেলা দল ৮-০ গোলে চুয়াডাঙ্গা জেলা দলকে এবং টাঙ্গাইল জেলা দল ১-০ গোলে ঝিনাইদহ জেলা দলকে পরাজিত করে।

খেলায় কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, নড়াইল, টাঙ্গাইল ও সাতক্ষীরা জেলা দল অংশ গ্রহণ করেছে।

পটল চাষ করে স্বাবলম্বী হচ্ছে মিরপুরের কৃষকরা

পটল চাষ করে ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়েছেন কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার নওয়াপাড়া গ্রামের কৃষক জাহাঙ্গীর হোসেন।

কয়েক বছর আগেও কৃষি কাজ করে সংসার চালাতেন তিনি। তবুও তাদের সংসারে অভাব অনটন লেগেই থাকতো।

উপজেলা কৃষি অফিসের মাধ্যমে পটল চাষ বিষয়ক পরামর্শ এবং পটল চাষের উপর প্রশিক্ষণ নিয়ে এখন তিনি ঘুরে দাঁড়িয়েছেন। নিজের এক বিঘা জমিতে পটল চাষ করে দরিদ্র সংসারে এনেছে সচ্ছলতা। কৃষক জাহাঙ্গীর হোসেন তাঁর ভাতিজা তিতুমীর ও রাজিবুলকে সহযোগী হিসেবে সবসময়ই তার পাশে রাখেন।

বুধবার দুপুরে সরেজমিনে মাঠে গিয়ে দেখা যায়, কৃষক জাহাঙ্গীর হোসেন দুইজনকে সাথে নিয়ে পটল তোলায় ব্যস্ত। আরও একজন শ্রমিক

পটল ক্ষেত পরিচর্যা করছেন। পটল চাষী জাহাঙ্গীর হোসেন জানান, তার এক বিঘা জমিতে পটল চাষে শ্রেণী ভেদে ২৫-৩০ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। উৎপাদিত পটল বিক্রি করে এ পর্যন্ত ৭০ হাজার টাকা হয়েছে। সপ্তাহে দুইদিন প্রায় ৪ মন পটল তোলা হয় ক্ষেত থেকে। পাইকারি ব্যবসায়ীরা মাঠ থেকেই পটল নিয়ে যায়।

তবে ধান চাষে তেমন লাভ না হওয়ায় কৃষি অফিসারের পরামর্শে প্রথম বারের মতো পটল চাষ করেছি। এতে ভালো লাভ হচ্ছে। আগামীতে আরও বেশি জমিতে পটলের আবাদ করবো।
জাহাঙ্গীর হোসেনের মতো পৌরসভা ব্লকের যুগিপোল গ্রামের আরেক পটল চাষী রফিকুল ইসলাম জানান, এক সময় তাদের সংসারে অভাব-অনটন লেগেই থাকতো।

কিন্তু বর্তমানে পটল চাষ করে তার সংসারে সচ্ছলতা ফিরে এসেছে। তাদের ৩৩ শতক জমিতে পটল চাষ করে খরচ হয়েছে ৩০ হাজার টাকা। ইতোমধ্যে ৬০ হাজার টাকার বিক্রি করতে সক্ষম হয়েছে। তবে পটল চাষীদের অভিযোগ সুষ্ঠু বাজারজাত ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের সুযোগ না থাকায় এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ীদের কাছে জিম্মি থাকতে হয় অনেক সময়।

উপ-সহকারী কৃষি অফিসার বিশ্বনাথ পাল বলেন, পটলের জমিতে সাধারণত: হেলেঞ্চা, দূর্বা, দণ্ডকলস এ সব আগাছার উপদ্রব দেখা যায়। এসব আগাছা জমি থেকে খাদ্য গ্রহণ করে পটল গাছকে দুর্বল করে দেয়, ফলে পটলের ফলন কমে যায়। তাই পটলের জমি সবসময় আগাছামুক্ত রাখা উচিত।

কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার কৃষিবিদ সাবিহা সুলতানা বলেন, চলতি মৌসুমে মিরপুর উপজেলায় ২৫ হেক্টর জমিতে পটলের আবাদ হয়েছে। যা গত বছরের চেয়ে দ্বিগুণ। আমরা কৃষককদের উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে এবং নানান পরামর্শ প্রদান করে থাকি।

উপ-সহকারী উদ্ভিদ সংরক্ষণ অফিসার ফরহাদ শরীফ বলেন, সুস্থ থাকার জন্য একজন মানুষের দৈনিক কমপক্ষে ২৩৫ গ্রাম সবজি খাওয়া প্রয়োজন। কিন্তু বাংলাদেশে উৎপাদিত সবজির মাথাপিছু দৈনিক গড় প্রাপ্যতা ৮২ গ্রাম। চাহিদার তুলনায় প্রাপ্যতার এই বিশাল ঘাটতি পূরণের জন্য দেশের সবজি উৎপাদন অবশ্যই বাড়ানো প্রয়োজন।

তিনি আরো বলেন মিরপুর উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ রমেশ চন্দ্র ঘোষ জানান, পটল একটি জনপ্রিয় উচ্চ মূল্য সবজি। তবে সারা বছর ধরেই কম-বেশি পাওয়া যায়। অন্যান্য সবজির তুলনায় এর বাজার মূল্য

তুলনা মূলক ভাবে বেশি থাকে। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে বাজারে যখন সবজির ঘাটতি দেখা দেয় তখন পটল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশের মোট সবজি চাহিদার প্রায় ২০ শতাংশ পটল পূরণ করে থাকে বলেও জানান তিনি। প্রযুক্তিগত দিক থেকে উত্তম কৃষি পদ্ধতি প্রয়োগ করে কৃষক জাহাঙ্গীর হোসেন বারি পটল -১ চাষ করে স্বাবলম্বী হয়েছেন।

দর্শনায় ইসলামী ব্যাংকের উপ-শাখার উদ্বোধন

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনায় ইসলামী ব্যাংকের উপ-শাখার উদ্বোধন হয়েছে। গতকাল সকাল সাড়ে ১০টায় দর্শনা পুরাতন বাজার মোড়ে হাজী আব্দুর রহমানের বিল্ডিং এর দোতলায় ব্যাংকের উদ্বোধন করেন।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য আলী আজগার টগর।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা কেরু এ্যান্ড কোঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ আবু সাঈদ, দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনসুর বাবু।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ভিপি ও যশোর জোনের প্রধান জনাব মাকসুদুর রহমান।

অনুষ্ঠান পরিচলনা ও শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ব্যাংকের জীবননগর এসএমই শাখার ব্যবস্থাপক ও এভিপি নজরুল ইসলাম। দর্শনা উপ-শাখার ব্যবস্থাপক আলমগীর কবির জানিয়েছেন- করোনার কারণে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী সীমিত পরিসরে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন, ইসলামী ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার কামরুজ্জামান।

কে হবে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট?

আমরা জয়ের পথে রয়েছি বলে বিশ্বাস করি। সব ভোট গণনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত এখন আমাদের ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে – এমন মন্তব্য করেছেন ডেমোক্র্যাটিক প্রেসিডেন্ট প্রার্থী জো বাইডেন।

তিনি আরো বলেন, সকাল নাগাদ পুরো ফলাফল চলে আসতে পারে। তবে কে বিজয়ী হবে এটা বলার দায়িত্ব আমার বা ট্রাম্পের নয়। এটা একমাত্র আমেরিকার জনগণের সিদ্ধান্ত।
এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দামামা ছড়িয়ে পড়েছে পুরো বিশ্বে। সবার চোখে এখন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে। এর মধ্যে ইলেক্টোরাল ভোটে ট্রাম্পের চেয়ে বেশ এগিয়ে জো বাইডেন। যদিও ইতিমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গরাজ্য ফ্লোরিডা এবং ওহাইও জিতে নিয়েছেন ট্রাম্প।

মার্কিন গণমাধ্যম বলছে, ক্যালিফোর্নিয়া, ওরেগন এবং ওয়াশিংটনে জো বাইডেন জয় ছিনিয়ে নিয়েছে ট্রাম্পের কাছ থেকে। ৪৬তম প্রেসিডেন্ট হতে হলে ২৭০টি ইলেক্টোরাল ভোটে জিতেই হবে। এখন পর্যন্ত ইলেক্টোরাল ভোটের প্রাপ্ত ফল অনুযায়ী বাইডেন পেয়েছেন ২৩৮ আর প্রতিদ্বন্দ্বী ট্রাম্প পেয়েছেন ২১৩টি ভোট।

ফলাফল অনুযায়ী, ক্যালিফোর্নিয়া, ওরেগন, ডিস্ট্রিক্ট অব কলম্বিয়া, কলোরাডো, ডেলাওয়ারে,ম্যারিল্যান্ড, ম্যাচাচুসেটস, নিউ জার্সি, নিউ ইয়র্ক, ওয়াশিংটন ডিসি, নিউ মেক্সিকো, নিউ হ্যাম্পশায়ার, রোডে আইল্যান্ডে, কানেক্টিকাট, ইলিনয়েস, মেরিল্যান্ড, মিনেসোটা, হাওয়াই, ট্রাম্পকে পেছনে ফেলে এগিয়ে আছেন বাইডেন।

অন্যদিকে, দেশটির বর্তমান প্রেসিডেন্ট ও রিপাবলিকান দলীয় প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প বিজয়ী হয়েছেন- ইন্ডিয়ানা, কেন্টাকি, ওকলাহোমা, টেনেসি, ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া, আরাকানসাস, সাউথ ডাকোটা, নর্থ ডাকোটা, আলাবামা, সাউথ ক্যারোলাইনা, লুইজিয়ানা, নেব্রাসা এবং নেব্রাসার থার্ড ডিসট্রিক্ট, উটাহ, মিসৌরি, কানসাস, ওয়াইওমিং এবং মিসিসিপি।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার জন্য একজন প্রার্থীর ৫০টি রাজ্য ও ওয়াশিংটন ডিসি মিলে মোট ২৭০টি ইলেকটোরাল কলেজ ভোটের দরকার। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট সাধারণত জাতীয় ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হন না। এদিকে, মার্কিন সংসদের সিনেটের ১০০ জন, প্রতিনিধি পরিষদের ৪৩৫ এবং সাংবিধানিক ক্ষমতাবলে ওয়াশিংটন ডিসির তিনজন প্রতিনিধিসহ দেশটিতে মোট ইলেক্টোরাল কলেজ প্রতিনিধির সংখ্যা ৫৩৮।

ভোট গণনা শেষ হওয়ার আগেই নিজেকে জয়ী দাবি করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান প্রেসিডেন্ট ও রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প। এর পাশাপাশি ভোট গণনায় কারচুপির অভিযোগ তুলে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। এর পরিপ্রেক্ষিতে ট্রাম্পের প্রতিদ্বন্দ্বী জো বাইডেনের ডেমোক্রেট দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ট্রাম্প আদালতে গেলে তারাও আইনজীবীদের একটি দল প্রস্তুত রেখেছে।

গতকাল বুধবার স্থানীয় সময় মধ্যরাতে হোয়াইট হাউসের ইস্ট রুমে দেওয়া ভাষণে ট্রাম্প বলেন, ‘আমরা সুপ্রিম কোর্টে যাবো। আমরা ভোট গণনার কার্যক্রম এই মুহূর্তে বন্ধ চাই। যুক্তরাষ্ট্রের জন্য এটি খুবই দুঃখজনক একটি মুহূর্ত।’

তবে জো বাইডেন তার সমর্থকদের ধৈর্য ধরার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, ‘ট্রাম্প বা আমি নিজেকে জয়ী ঘোষণার কেউ নই। এটা আমেরিকার জনগণের সিদ্ধান্ত।’

নিউইয়র্ক টাইমসের তথ্য অনুযায়ী, এখনো আটটি অঙ্গরাজ্যের ফল বাকি রয়েছে। এগুলোতে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছে দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর। এর মধ্যে পেনসিলভানিয়া অঙ্গরাজ্যের ফল পেতে শুক্রবার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতে পারে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন সংশ্লিষ্টরা।

এই অঙ্গরাজ্যে ২০ টি ইলেকটোরাল কলেজ ভোট রয়েছে। ৭৫ শতাংশ ভোট গণনা পর্যন্ত এখানে প্রায় ছয় লাখ ভোটের ব্যবধানে এগিয়ে আছেন ট্রাম্প। অন্য যে অঙ্গরাজ্যগুলোর ফলের জন্য অপেক্ষা করতে হবে, সেগুলো হলো নেভাদা, অ্যারিজোনা, আলাস্কা, উইসকনসিন, মিশিগান, জর্জিয়া ও নর্থ ক্যারোলাইনা।

মেহেরপুরে করিমন ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত ৩

মেহেরপুর সদর উপজেলা চকশ্যামনগর গ্রামের প্রধান সড়কে করিমন ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে ৩ জন গুরুতর আহত হয়েছে।

বুধবার সন্ধ্যায় মেহেরপুর – মুজিবনগরের প্রধান সড়কে এই দূর্ঘটনা ঘটে। আহতরা হলেন, মেহেরপুর মুজিবনগর উপজেলা শিবপুর গ্রামের হায়াত আলীর ছেলে রিপন (২৮), একই গ্রামের নুরুল ইসলামের ছেলে ডালিম (২১) এবং করিমন চালক মেহেরপুর সদরের আশরাফপুর গ্রামের সিয়ামউদ্দিনের ছেলে মনিরুল (৩৬)।

স্থানীয়রা জানায়, আহত রিপন ও ডালিম মেহেরপুর থেকে মুজিবনগরের দিকে যাচ্ছিল এবং নসিমন চালক মনিরুল ইসলাম মুজিবনগর থেকে মেহেরপুর যাচ্ছিল এ সময় চকশ্যামনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনে মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে । আমরা স্থানীয়রা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছিয়ে তাদের মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়।

কালীগঞ্জে তরিকুল ইসলামের মৃত্যু বার্ষিকীতে আলোচনা ও দোয়া মাহফিল

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে সাবেক মন্ত্রী ও বিএনপি’র স্থায়ী কমিটির প্রয়াত সদস্য তরিকুল ইসলামের ২য় মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার সকালে শহরের থানা রোডস্থ দলীয় কার্যালয়ে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

কালীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির আহবায়ক আলহাজ্ব মাহবুবার রহমানের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপি’র সিনিয়র যুগ্ম-আহবায়ক ডা: নুরুল ইসলাম, আয়নাল হাসান, তবিবুর রহমান মিনি, পৌর বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম-আহবায়ক নজরুল ইসলাম তোতা, নজরুল ইসলাম, উপজেলা বিএনপির যুগ্ম-আহবায়ক শহিদুল ইসলাম সাইদুল, পৌর বিএনপির যুগ্ম-আহবায়ক আনোয়ার হোসেন, জাবেদ আলী, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, উপজেলা বিএনপি নেতা লিয়াকত আলী মাস্টার, আলী মোর্তুজা লিটু, প্রভাষক মুসা করিম, আবু বক্কর রাজু, জাহিদ হাসান, পৌর বিএনপি নেতা শওকত হোসেন ফেলু, আব্দুর রব, মহিউদ্দিন মহি, ফারুক হোসেন, শাহাজান আলী, উপজেলা যুবদল নেতা সুজাউদ্দিন পিয়াল, মোস্তফা কামাল টিটো, মঞ্জুরুল ইসলামত খোকা, আজিজুল ইসলাম লস্কার,

পৌর যুবদল নেতা জাহিদুল ইসলাম জাহিদ, ফিরোজ কবির, আসাদুল ইসলাম আসাদ, আব্দুল লতিফ, ইমরান হোসেন, টিটন হোসেন, জাকির হোসেন, আতিয়ার রহমান মেম্বর, শ্রমিক দলের আব্বাস উদ্দিন, ফরিদ হোসেন, সবুজ হোসেন, মৎস্যজীবী দলের পৌর আহবায়ক নাজমুল কবির রিপন, পৌর তাঁতীদলের সদস্য সচিব জাহাঙ্গীর হোসেন, কৃষকদলের দলের নেতা আমিন মোল্লা, রুহুল আমিন মেম্বর, স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা দেলোয়ার হোসেন, সোহেল রানা,

এসএম মাসুম পারভেজ, জাহাঙ্গীর হোসেন, আলমগীর হোসেন আলম, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ ছাত্রদলের সহসভাপতি রাশিদুজ্জামান তুফান, উপজেলা ছাত্রদলের আহবায়ক মারুফ বিল্লাহ, সদস্য সচিব মৌসুম উদ্দিন শোভন, যুগ্ম-আহবায়ক আলাউদ্দিন আলা, পৌর ছাত্রদলের আহবায়ক জুয়েল রানা, সদস্য সচিব তরিকুল ইসলাম, যুগ্ম-আহবায়ক আশরাফুল ইসলাম নিরব, কলেজ ছাত্রদলের সদস্য সচিব কামরুল ইসলাম, যুগ্ম-আহবায়ক আলামিন হোসেন প্রমুখ।

এ সময় বক্তারা বলেন, মরহুম তরিকুল ইসলাম ছিলেন গণমানুষের রাজনীতির সাথে আজীবন যুক্ত। দেশ ও দশের প্রতি সহমর্মী এই মানুষটি সবসময় নিজ আদর্শে ছিলেন অবিচল। জাতীয়তাবাদী রাজনীতির কল্যাণে গণমানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটিয়ে সামাজিক ন্যায়বিচার ভিত্তিক শোষণমুক্ত সমাজ এবং গণতান্ত্রিক, মানবিক ও কল্যাণমুখী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই ছিল মরহুম তরিকুল ইসলামের রাজনীতির মূল লক্ষ্য। এ

লক্ষ্যে তিনি নিরলস ভাবে কাজ করেছেন আজীবন।

মার্কিন সিনেটর পদে ফের জয় পেলেন শেখ রহমান

দ্বিতীয় মেয়াদের জন্যে জর্জিয়া স্টেট সিনেটর হিসেবে বিজয়ী (ডিস্ট্রিক্ট-৫) হলেন বাংলাদেশি শেখ রহমান। ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী ছিলেন তিনি। তার বিরুদ্ধে রিপাবলিকানদের কোন প্রার্থী না থাকলেও নির্বাচনের আনুষ্ঠানিকতার জন্যে তাকে অপেক্ষা করতে হয়। মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর তাকে বিজয়ী ঘোষণা করেছে জর্জিয়া নির্বাচন বোর্ড।

কিশোরগঞ্জের সন্তান শেখ রহমান সকল প্রবাসীর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা এবং মাতৃভূমি বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষকে ধন্যবাদ দিয়েছেন। শেখ রহমান বলেন, সকলের আশীর্বাদে বহুজাতিক একটি সমাজে বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী হওয়ার মধ্যে অন্যরকমের একটি আনন্দ রয়েছে- যা আমাকে আরও সামনে এগোতে সহায়তা করবে।

শেখ রহমান আরও বলেন, স্টেট পার্লামেন্টে থাকলেও জাতীয়ভিত্তিক যে সংযোগ রয়েছে ইউএস সিনেট এবং ক্যাপিটল হিলে, তাকে অবশ্যই বাংলাদেশি আমেরিকান ও বাংলাদেশের সামগ্রিক কল্যাণে কাজে লাগানোর প্রয়াস অব্যাহত রাখবো।

উল্লেখ্য, শেখ রহমানের নির্বাচনী এলাকার ভোটারের সংখ্যা ১৪ হাজার ৯০৪। এরমধ্যে শ’খানেক বাংলাদেশি আমেরিকান রয়েছেন। অর্থাৎ ভিন্ন ভাষা, বর্ণ আর ধর্মের মানুষের প্রিয় একজনে পরিণত হওয়ায় জনপ্রতিনিধি হিসেবে গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত হতে পেরেছেন তিনি কমিউনিটির ব্যাপারে শেখ রহমানের পরামর্শ হচ্ছে, বাঙালিত্ব হৃদয়ে ধারণ করে প্রতিবেশী সকল ভাষা-বর্ণ-ধর্মের মানুষের সাথেও গভীর সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। তাহলেই যে কোন নির্বাচনে বিজয়ের পথ সুগম হয়।